AUG

আবাসিক এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আবাসিক এলাকায় যত্রতত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা মহানগরীর যানজটের একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ধানমণ্ডি, গুলশানসহ নগরীর আবাসিক এলাকাগুলোতে এত বেশিসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে যে, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু এবং ছুটি হওয়ার সময় প্রতিটি এলাকায় অসনহীয় যানজটের সৃষ্টি হয়। এই যানজট শুধু নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে না, দিন দিন এটা স্থায়ী রূপ পাচ্ছে। ফলে ঢাকা এক অচল মহানগরীতে পরিণত হচ্ছে। এ বাস্তবতায় গত ২১ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত দুটি হচ্ছে ঢাকা নগরীর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্লাস সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু করতে হবে এবং রাজধানীর ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে, আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তিন মাসের মধ্যে অন্যত্র রিয়ে ফেলতে হবে। এর আগে ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে ানজট সমস্যা ও তার সমাধান চিহ্নিত করে একটি সুপারিশমালা তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়। সেসব সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আবাসিক এলাকা থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরানো তার মধ্যে একটি। এছাড়াও আবাসিক এলাকায় নতুন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করার অনুমতি না দেয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই ক্রমবর্ধমান যানজট ঢাকা মহানগরীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। ্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ যে শুধু যানজটের কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজপথে অচল হয়ে থাকছে, দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে তাই নয়, প্রতিদিন লাখ লাখ শ্রমঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। যানজট এখন আর শুধু নাগরিক দুর্ভোগের কারণ নয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে। শ্রমঘণ্টা নষ্ট হওয়ায়, ব্যবসা াণিজ্যের কাজ, শিল্প-পরিবহনের কাজসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যানজটের কারণে এবং অন্যান্য আবাসিক এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যে যানজটের একটা বড় কারণ সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রশ্ন হলো, সরকার কী তাদের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে? এর আগে রাজনৈতিক সরকারও আবাসিক এলাকা থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে একাধিকবার উদ্যোগ নিয়েছিল; কিন্তু ারেনি। অবশ্য বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিয়েছে বলে জানা গেছে। তিন মাসের মধ্যে আবাসিক এলাকা থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত মানা না হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন সাময়িক অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আইন অনুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থা য়ারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। দেশের ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই রাজধানীর ব্যস্ত সড়কের পাশে অথবা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। তিন মাসের মধ্যে সরকারের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হচ্ছে কি সেটা পর্যবেক্ষণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

এটা ঠিক যে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও ট্রাফিক আইনের কঠোর বাস্তবায়ন ছাড়া যানজট পরিস্থিতির উন্নয়ন ম্ভব নয়। কিন্তু আবাসিক এলাকা ও ব্যস্ত সড়কের পাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও যানজটে অবদান রাখছে। আমরা মনে করি, যানজট নিরসনের জন্য সরকারের একমুখী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। আবাসিক এলাকা ও ব্যস্ত সড়কের পাশ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সরানোর যে সময়সীমা বেঁধে দেয়া য়েছে তার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও ট্রাফিক আইনগুলোর কঠোর বাস্তবায়নও নিশ্চিত রতে হবে। অর্থাৎ যানজট নিরসনে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এর কোন বিকল্প নেই। তবে জটি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই করতে হবে, এরও কোন বিকল্প নেই।